BANGALI - 64

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

এর অর্থ

''উহার দাবী এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপর উহার প্রভাব''

লেখক ঃ

ডঃ সালেহ্ বিন্ ফাওযান বিন্ আবদুল্লাহ্ আল্ ফাওযান।

অনুবাদ ঃ

আবু সালমান মোহাম্মদ মহিউল ইসলাম বিন্ আলী আহমদ

The Co-operative Office for Call & foreigners Guidance at Sultanah

Under the supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment and Call and Guidance

Tel. 4240077 Fax 4251005 P.O. Box 92675 Riyadh 11663 E-mail: Sultanah22@hotmail.com

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

এর অর্থ

"উহার দাবী এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপর উহার প্রভাব"

লেখক ঃ

ডঃ সালেহ্ বিন্ ফাওযান বিন্ আবদুল্লাহ আল্ ফাওযান।

অনুবাদ ঃ

আবু সালমান মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন্ আলী আহ্মাদ

আল্ রাওদা দাওয়া ও এরশাদ কার্য্যালয়, পোঃ বক্স ঃ ৮৭৯৯২, রিয়াদ ঃ ১১৬৪২ ,

ফোন নং ঃ ৪৯১৮০৫১, ফেক্স ঃ ৪৯৭০৫৬১

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد -

বর্তমান পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলমান হলেও প্রকৃত মুসলমান ও ঈমানদারের সংখ্যা উপরোল্লেখিত অংকের যে বহুগুন নীচে তা অস্বীকার করার উপায় নেই ; কারণ অনেক লোক নামধাম দিয়ে ইসলাম ও ঈমানের দাবী করলেও প্রকৃত অর্থে তারা শিরকের বেড়াজাল থেকে নিজদের মুক্ত করতে পারেনি।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

"وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون"

অর্থাৎ ঃ অনেক মানুষ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করলেও তারা কিন্তু মুশ্‌রিক।

অনেক মানুষ জীবনে কোন এক সময়ে "لا إله إلا الله" এই কালিমার মৌখিক স্বীকৃতি দান করেই নিজকে খাটি ঈমানদার মনে করে থাকে, যদিও তার কাজ কর্ম ঈমান আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়, এর কারন হলো ঐ ব্যক্তি জানেনা কেন সে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে, অথবা তার নিকট ঈমান কি দাবী করে, এবং কি কাজ করলে ঈমানের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

গণেশ নামে কোন এক ব্যক্তি একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে কিন্তু কালির পূজা করে বলে অথবা লক্ষীর নিকট কল্যাণ কামনা করে বলে তাকে

মুশ্‌রিক বলা হয়। আবার আবদুল্লাহ্‌ নামক কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস করার পর যদি গোর পূজা করে অথবা খাজাকে সেজ্‌দা করে বা মৃত ব্যক্তির নিকট কল্যাণ কামনা করে তাহলে গণেশের মধ্যে ও এই আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

লেখক এই পুস্তিকাটিতে কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" এর অর্থ এবং উহার দাবী ইত্যাদি প্রসঙ্গে তথ্য ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। নির্ভেজাল ইসলামী আকীদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য বইটিকে মাইল ফলক হিসাবে ধরা যায়। বইটির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের জন্য আমি প্রয়াসী হই। এবং যথা সময়ে অনুবাদকের কাজ শেষ করতে পেরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। বইটি পড়ে একজন পাঠক ও যদি সঠিক ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হতে পারেন তাহলে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ্‌ আমাদের সাবইকে খাটি ঈমানদার হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন্‌ আলী আহ্‌মাদ

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই, এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট তাওবা করি। আমাদিগকে সমস্ত বিপর্যয় ও কুকীর্তি হইতে রক্ষার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ্‌ যাকে হিদায়েত দান করেন তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই।

অতঃপর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্‌ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ এবং রাসূল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক তাঁর রাসূল, আহ্‌লে বাইত এবং সমস্ত সাহাবায়েকেরামগণের উপর এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর যারা অনুসরণ করেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এবং আঁকড়ে ধরেছে তাঁর ছুন্নাতকে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর স্মরণ করার জন্য আদেশ করেছেন, এবং তিনি তাঁর স্মরণকারীদের প্রশংসা করেছেন ও তাদের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। তিঁনি আমাদেরকে সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় তার স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার বিভিন্ন ইবাদত সম্পন্ন করার পরে তাকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন ঃ "فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم"

অর্থাৎ ঃ অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পূর্ন কর তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর। [১]

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

"فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا"

অর্থাৎ ঃ আর যখন তোমরা হজ্বের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন স্মরণ করবে আল্লাহ্কে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজদের বাপ দাদাদেরকে, বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। [২]

বিশেষ করে হজ্বব্রত পালনের সময় তাঁকে স্মরণ করার জন্য বলেনঃ

"فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام"

অর্থাৎ ঃ অতঃপর যখন আরাফাত থেকে তোমরা ফিরে আসবে তখন মাশ্আরে হারাম (মুযদালাফা) এর নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ কর। [৩]

তিনি আরো বলেন ঃ "ويذكروا إسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم الله من بهيمة الأنعام"

অর্থাৎ ঃ এবং তারা যেন নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ নাম স্মরণ করে। [৪]

তিনি আরো বলেন ঃ "واذكروا الله فى أيام معلو مات"

অর্থাৎ ঃ আর এই নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েক দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর। [৫]

এছাড়া আল্লাহর স্মরণের লক্ষ্যে তিনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "وأقم الصلاة لذكرى"

১। আন্নিসা - ১০৩
২। আল্ বাক্বারাহ - ২০০
৩। আল্ বাক্বারাহ - ১৯৮
৪। আল্ হাজ্জ্ব - ২৮
৫। আল্ বাক্বারাহ - ২০৩

অর্থাৎ ঃ আমার স্মরনের জন্য নামায প্রতিষ্ঠিত কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে খাওয়া পান করা এবং আল্লাহর স্মরণের জন্য। [৬]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ *يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا وسبحوه بكرةً وأصيلا*

অর্থাৎ ঃ হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ্ পাঠ কর। [৭]

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো ঃ

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له"

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সবচেয়ে উত্তম দোয়া আরাফাতে অবস্থান কালিন দোয়া এবং সবচেয়ে উত্তম কথা ঐ কথা যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছেন, আর তা'হলো ঃ

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"

উচ্চারণ ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লিশাইয়িন কাদির।

৬। ইমাম মুসলিম।

৭। আল্ আহ্যাব - ৪১/৪২

আল্লাহকে স্মরণ করার বিষয় গুলোর মধ্যে এই মহামূল্যবান বাণী ঃ "لا إله إلا الله", এর রয়েছে বিশেষ মর্যাদা এবং এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে বিভিন্ন হুকুম আহকামের। আর এই কালিমায় রয়েছে এক বিশেষ অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং কতগুলো শর্ত, ফলে একে গতানুগতিক মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়। আর এ জন্যই আমি আমার লেখার বিষয় বস্তু হিসাবে এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি, এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে এই মহান কালিমার ভাবাবেগ ও মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ উহার দাবী অনুযায়ী সমস্ত কাজ করার তাওফিক দান করেন এবং আমাদিগকে ঐ সমস্ত লোকদের অর্ন্তভূক্ত করেন যারা এই কালিমাকে সঠিক অর্থে বুঝতে পেরেছেন। প্রিয় পাঠক এই কালিমার ব্যাখ্যা দানকালে আমি নিম্নবর্তী বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করব।

☆ মানুষের জীবনে এ কালিমার মর্যাদা
☆ এর ফযিলত
☆ এর ব্যাকরণিক ব্যাখ্যা
☆ এর স্তম্ভ বা রোকন সমূহ
☆ এর শর্তাবলী
☆ এর অর্থ এবং উহার দাবী
☆ কখন মানুষ এই কালিমা পাঠে উপকৃত হবে ...
☆ আমাদের সার্বিক জীবনে উহার প্রভাব কি ?

এখন আল্লাহর সাহায্য কামনা করে কালিমা "لا إله إلا الله" এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি।

১। জীবনে "لا اله الا الله" এর গুরুত্ব ও মর্যাদা ঃ

এটি এমন এক গুরুত্বপুর্ণ বাণী যা মুসলমানগণ তাদের আযান, ইকামাত, বক্তৃতা বিবৃতিতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে থাকে, ইহা এমন এক কালিমা যার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আসমান জমিন, সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মাখলুকাত। আর এর প্রচারের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য রাসূল এবং নাযিল করেছেনে আসমানি কিতাব সমূহ এবং প্রণয়ন করেছেন অসংখ্য বিধান। প্রতিষ্ঠিত করেছেন তুলাদন্ড (মিযান) এবং ব্যবস্থা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের, তৈরী করেছেন জান্নাত এবং জাহান্নাম। এই কালিমাকে স্বীকার করা এবং অস্বীকার করার মাধ্যমে মানব সম্প্রদায় বিশ্বাসি এবং অবিশ্বাসি এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অতএব সৃষ্টি জগতে মানুষের কর্ম, কর্মের ফলাফল, পুরস্কার অথবা শাস্তি সমস্ত কিছুরই উৎস হচ্ছে এই কালিমা। এরই জন্য উৎপত্তি হয়েছে সৃষ্টি কুলের ....। এই কালিমার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলমানদের কিবলা এবং এই হল মুসলমানদের জাতী সত্তার ভিত্তি প্রস্তর এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য খাপ থেকে খোলা হয়েছে জিহাদের তরবারী।[৮]

বান্দার উপর ইহাই হচ্ছে আল্লাহর অধিকার, ইহাই ইসলামের মূল বক্তব্য এবং শান্তির আবাসের (জান্নাতের) চাবিকাঠি। এবং পূর্বা-পর সকলই জিজ্ঞাসিত হবে এই কালিমা সম্পর্কে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি কার ইবাদাত করেছ ? নবীদের

৮। অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছে জিহাদ।

ডাকে কতটুকু সাড়া দিয়েছ ? এই দুই প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তি তার দুটো পা সামান্যতম নাড়াতে পারবেনা। আর প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে "لا إله إلا الله" কে ভালো ভাবে জেনে এর স্বীকৃতি দান করা এবং উহার দাবী অনুযাই কাজ করার মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে মেনে তাঁর নির্দেশের আনুগত্যের মাধ্যমে। [৯]

আর এই কালিমাই হচ্ছে কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি কারি। এই হচ্ছে খোদাভীতির কালিমা এবং মজবুত অবলম্বন। আর এই কালিমাই হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্‌সালাম "অক্ষয় বাণীরূপে তাঁর পরবর্তীতে তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেলেন যেন তারা ফিরে আসে এ পথেই"। [১০]

এই সেই কালিমা যার সাক্ষী আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজের জন্য দিয়েছেন এবং আরো স্বাক্ষী দিয়েছেন ফিরিশতাগণ ও জ্ঞানি ব্যক্তিগণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز" الحكيم"
অর্থাৎ ঃ আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, এবং ফিরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রম শালী প্রজ্ঞাময়। [১০]

৯। দেখুন যাদুল মায়াদ - ১ম খণ্ড ২য় পৃঃ

১০। আলে ইমরান - ১৮

এই কালিমাই ইখলাছের বা সত্যনিষ্ঠার বাণী, ইহাই সত্যের সাক্ষ্য ও উহার দাওয়াত, এবং ইহাই শিরক্ এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বাণী ... [১১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" অর্থাৎ ঃ আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধু মাত্র আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। [১২]

এই কালিমা প্রচারের জন্য আল্লহ সমস্ত রাসূল এবং আসমানি কিতাব সমূহ প্রেরণ করেছেন, তিঁনি বলেন ঃ

"وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون"

অর্থাৎ ঃ আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাঁকে এই ওহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই অতএব তোমরা আমারই ইবাদাত কর। [১৩]

"ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون"

অর্থাৎ ঃ তিঁনি ফিরেশতাদের মাধ্যমে এই রূহকে [১৪] বান্দার উপর নিজের নির্দেশ ক্রমে নাযিল করেন, লোকদের এই ওহীর মাধ্যমে সাবধান ও সতর্ক কর যে, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর। [১৫]

১১। দেখুন মাযমুয়ুততাওহীদ - ১০৫-১০৭ পৃঃ
১২। আয্যারিয়াত - ৫৬
১৩। আল্ আম্বিয়া - ২৫
১৪। এখানে রূহ বলতে ওহীকে বুঝান হয়েছে।
১৫। আন্নাহাল - ২

ইবনে উইয়াইনা বলেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রধান এবং বড় নিয়ামত তিঁনি তাহাদেরকে "لا إله إلا الله" তাঁর এই একত্ববাদের সাথে পরিচয় করে দিয়েছেন। দুনিয়ার পিপাসা কাতর তৃষ্ণার্থ একজন মানুষের নিকট ঠাণ্ডা পানির যে মূল্য আখেরাতে জান্নাতবাসিদের জন্য এই কালিমা তদ্রূপ।[১৬]

এবং যে ব্যক্তি এই কালিমার স্বীকৃতি দান করল সে তার সম্পদ এবং জীবনের নিরাপত্তা গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি উহা অস্বীকার করল সে তার জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করলনা।[১৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর স্বীকৃতি দান করল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাস্যকে অস্বীকার করল তার ধন-সম্পদ ও জীবন নিরাপদ হল এবং তার কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহর উপর বর্তাল।

একজন কাফেরকে ইসলামের প্রতি আহবানের জন্য প্রথম এই কালিমার স্বীকৃতি চাওয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন হযরত মোয়াজ (রাঃ) কে ইয়ামানে ইস্‌লামের দাওয়াতের জন্য পাঠান তখন তাঁকে বলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাচ্ছ, অতএব সর্ব প্রথম তাদেরকে "لا إله إلا الله" এর সাক্ষ্য দান করার জন্য আহবান করবে।[১৮]

১৬। দেখুন কালিমাতুল ইখ্‌লাছ - ৫২/৫৩ পৃঃ

১৭। অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাহার সম্পদ গণীমত গ্রহন করা বৈধ।

১৮। আল্‌ বোখারী ও মুসলিম।

প্রিয় পাঠকগণ এবার চিন্তা করুন দ্বীনের দৃষ্টিতে এই কালিমার স্থান কোন পর্যায়ে এবং এর গুরুত্ব কতটুকু। আর এজন্য বান্দার প্রথম কাজ হল এই কালিমার স্বীকৃতি দান করা কেননা এইহলো সমস্ত কর্মের মূল ভিত্তি।

২। 'لا إله إلا الله' এর ফজিলত।

এই কালিমার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহর নিকট এর বিশেষ মর্যদা রয়েছে।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ যে ব্যক্তি সত্য-সত্যিই কায়মনো বাক্যে এই কালিমা পাঠ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি মিছে-মিছি এই কালিমা পাঠ করবে উহা দূনিয়াতে তার জীবন ও সম্পদের হেফাজত করবে বটে, তবে তাকে এর হিসাব আল্লাহর নিকট দিতে হবে।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য হাতেগণা কয়েকটি বর্ণ এবং শব্দের সমারোহ মাত্র, উচ্চরণেও অতি সহজ কিন্তু কিয়ামতের দিন পাল্লায় হবে অনেক ভারি।

ইবনে হেব্বান এবং আল হাকেম হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে হয়া সাল্লাম বলেন হযরত মূসা (আঃ) একদা আল্লাহ তায়ালাকে বললেনঃ হে রব, আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দান করুন যা দ্বারা আমি আপনার স্মরণ করব এবং আপনাকে আহবান করব।

আল্লাহ বলেলেন ঃ হে মুসা (আঃ) বলো, 'لا إله إلا الله' মূসা (আঃ) বললেন ঃ ইহাত আপনার সকল বান্দাই বলে থাকে। আল্লাহ বললেন ঃ হে মূসা, সপ্তাকাশ এবং আমি ব্যতীত আর যা এর

পেছনে কাজ করে এবং সপ্ত জমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর "لا إله إلا الله" এক পাল্লায় রাখা হয় তা হলে "لا إله إلا الله" এর পাল্লা ভারী হবে। হাকেম বলেন যে হাদিসটি সহীহ।[২০]

অতএব এ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, "لا إله إلا الله" হলো সবচেয়ে উত্তম জিকির।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে উত্তম দোয়া হলো আরাফাতের দোয়া এবং সবচেয়ে উত্তম কথা ঐ কথা যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ বলেছেন আর তা'হলো ঃ

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য, সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁরই এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।[২১]

এ কালিমা যে সমস্ত কিছু হতে গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী তার আরেকটি প্রমাণ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত আরেকটি হদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের এক ব্যক্তিকে সকল মানুষের সামনে ডাকা হবে, তার

২০। দেখুন আল্‌হাকেম - ১ম খণ্ড ৫২৮ পৃঃ

২১। তিরমিযি শরীফ কিতাবুদ দাওয়া হাদিস নং - ২৩২৪

সামনে ৯৯ টি (পাপের) নিবন্ধ পুস্তক রাখা হবে এবং একেকটি পুস্তকের পরিধি চক্ষুদৃষ্টির সীমারেখা ছেড়ে যাবে। এর পর তাকে বলা হবে এই নিবন্ধ পুস্তকে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা কি তুমি অস্বীকার কর ? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলবে ঃ হে রব আমি উহা অস্বীকার করিনা। তারপর বলা হবে ঃ এর জন্য তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা অথবা এর পরিবর্তে কোন নেককাজ আছে কিনা ? তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলবে ঃ না তাও নেই। অতঃপর বলা হবে ঃ আমাদের নিকট তোমার কিছু পুণ্যের কাজ আছে এবং তোমার উপর কোন প্রকার জুলুম করা হবে না, অতঃপর তার জন্য একখানা কার্ড বাহির করা হবে তাতে লেখা থাকবে -

"أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدهٌ ورسوله"

অর্থাৎ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল।

তখন ঐ ব্যক্তি বিস্ময়ের সাথে বলবে ঃ হে আমার রব, এই কার্ড খানা কি এই ৯৯টি নিবন্ধ পুস্তকের সমতুল্য হবে ? তখন বলা হবে ঃ তোমার উপর কোন প্রকার জুলুম করা হবে না, এরপর ঐ ৯৯টি পুস্তক এক পাল্লায় রাখা হবে এবং ঐ কার্ড খানা এক পাল্লায় রাখা হবে তখন ঐ পুস্তক গুলোর ওজন কার্ড খানার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য হবে এবং কার্ডের পাল্লা ভারী হবে ।[২২]

২২। আত তিরমিযি হাদীস-নং ২৬৪১, আল্ হাকেম ২য় খণ্ড ৫/৬ পৃঃ

এই মহান কালিমার আরো ফযিলত সম্পর্কে হাফেজ ইবনে রজব তাঁর "কালিমাতুল ইখলাছ" নামক গ্রন্থে প্রামাণ্য দলিল সহকারে বলেন ঃ এই কালিমা হবে জান্নাতের মূল্য, যে ব্যক্তি জীবনের শেষ মূহুর্তে কালিমা পাঠ করে ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, ইহাই জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র পথ, ইহাই আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা পাওয়ার একমাত্র সম্বল, সমস্ত পূণ্য কাজগুলোর মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ, ইহা পাপ পঙ্কিলতাকে দূর করে, হৃদয় মনে ঈমানের বিষয়গুলোকে সজীব করে, স্তুপকৃত পাপ রাশির উপর এ কালিমা ভারী হবে। আল্লাহকে পাওয়ার পথে যতসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সব কিছুকে এ কালিমা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই কালিমার স্বীকৃতি দানকারীকে আল্লাহ সত্যায়িত করবেন। নবীদের কথার মধ্যে উত্তম কথা ইহাই, সবচেয়ে উত্তম জিকির ইহাই, এটি যেমনি উত্তম কথা তেমনি এর ফলাফল হবে অনেক বেশী। এটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য। শয়তান থেকে রক্ষা কবজ, কবরের ও হাশরের বিভীষিকাময় অবস্থার নিরাপত্তা দানকারি। কবর থেকে দন্ডায়মান হওয়ার পর এ কালিমার মাধ্যমেই মুমিনরা চিহ্নিত হবে। এর ফযিলাতের মধ্যে আরো হচ্ছে এ কালিমার স্বীকৃতি দান কারির জন্য জান্নাতের আটটি দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং সে ইচ্ছামত যে কোন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। এই কালিমার সাক্ষ্যদানকারি উহার দাবী অনুযায়ী কাজ না করার ফলে এবং বিভিন্ন অপরাধের ফল স্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করলেও অবশ্যই কোন এক সময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। [২৩]

ইবনে রজব তার বইতে এই কালিমার এ সকল ফযিলতের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং দলিল প্রমানাদি পেশ করেছেন।

২৩। কালিমাতুল ইখলাছ - ৬৪/৬৬ পৃঃ

৩। এ কালিমার ব্যাকরণগত আলোচনা। উহার স্তম্ভ সমূহ এবং উহার শর্ত।

(ক) এ কালিমার ব্যাকরণগত আলোচনা ঃ

অনেক সময় অনেক বাক্যের অর্থ বুঝা নির্ভর করে উহার ব্যাকরণগত আলোচনার উপর। এ জন্য ওলামায়ে কেরাম "لا إله إلا الله" এই বাক্যের ব্যাকরণগত আলোচনার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন, তারা বলেছেন এই বাক্যে "لا" শব্দটি নাফিয়া লিল জেনস এবং "إله" (ইলাহ) উহার ইসম মাবনি আলাল ফাতহ্ আর "حق" উহার খবরটি এখানে উহ্য, অর্থাৎ কোন হক বা সত্য ইলাহ নেই। "إلا الله" ইসতেসনা অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত হক বা সত্য ইলাহ বলতে কেউ নেই। "إله" অর্থ "মাবুদ" আর তিনি হচ্ছেন ঐ সত্তা যে সত্তার প্রতি কল্যাণের আশায় এবং অকল্যান থেকে বাচাঁর জন্য হৃদয়ের আসক্তি সৃষ্টি হয় এবং মন তার উপাসনা করে। এখানে কেউ যদি মনে করে যে, উক্ত খবরটি হচ্ছে "মাওজুদুন" বা "মা'বুদুন" বা এ ধরনের কোন শব্দ তা হলে এটা হবে অতন্ত ভুল। কারণ আল্লাহ ব্যতীত অনেক মা'বুদ রয়েছে যেমন মূর্তী মাজার ইত্যাদি, তবে আল্লাহ হচ্ছেন সত্য মাবুদ, আর তিনি ব্যতীত অন্য যত মাবুদ রয়েছে বা অন্যের যে ইবাদত করা হয় তা হচ্ছে অসত্য ও ভ্রান্ত। আর ইহাই হচ্ছে "لا إله إلا الله" এর না সূচক এবং হাঁ সূচক এই দুই স্তম্ভের মূল দাবী।

(খ) "لا إله إلا الله" এর দুইটি স্তম্ভ বা রুকন ঃ

এই কালিমার দুটি স্তম্ভ বা রুকন আছে একটি হলো না বাচক অপরটি হাঁ বাচক।

না বাচক কথাটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর ইবাদাতকে অস্বীকার করা, আর হ্যাঁ বাচক কথাটির অর্থ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহই সত্য মাবুদ। আর মুশরিকগণ আল্লাহ ব্যতীত যে সব মাবুদের উপাসনা করে সব গুলো মিথ্যা এবং বানোয়াট মাবুদ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل"

অর্থাৎ ঃ ইহা এই জন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য, আর সেই সবকিছুই বাতিল আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে।[২৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা ইলাহ বা মাবুদ" এ কথার চেয়ে "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই" এই বাক্যটি আল্লাহর উলুহিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর শক্তিশালী দলিল কেননা; "আল্লাহ ইলাহ" একথা দ্বারা অন্যসব যত ভ্রান্ত ইলাহ রয়েছে তাদের উলুহিয়াতকে অস্বীকার করা হয় না। আর "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই" এই কথাটি উলুহিয়াতকে এক মাত্র আল্লাহর জন্য সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং অন্য সকল বাতিল ইলাহকে অস্বীকার করে দেয়। কিছু লোক চরম ভুল বশতঃ বলে থাকেন যে, "ইলাহ" অর্থ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সকল কিছুর স্রষ্টা।

২৪। আল্ হাজ্জ্ব - ৬২

আশ্‌শেখ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বলেন ঃ
কেউ যদি মনে করে "ইলাহ"এবং "উলুহিয়াতের" অর্থ হলো নব সৃষ্টিতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাশালী অথবা এ মর্মে অন্য কোন অর্থ, তখন উত্তরে এ ব্যক্তিকে কি বলা হবে ?
মূলতঃ এই প্রশ্নের উত্তরের দুটি পর্যায় রয়েছে প্রথমতঃ এটা একটি উদ্ভট অজ্ঞতা প্রসূত কথা। এ ধরনের কথা বিদায়াতী ব্যক্তিরাই বলে থাকে, কোন বিজ্ঞ আলেম বা আরবী ভাষাবিদগণ "إله" শব্দের এ ধরণের অর্থ করেছেন বলে কেউ বলতে পারবেনা বরং তাঁরা এ শব্দের ঐ অর্থেই করেছেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। অতএব এখানেই এ ধরনের ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হল।
দ্বিতীয়তঃ ক্ষণিকের জন্য এ অর্থকে মেনে নিলেও এমনিতেই "সত্য ইলাহ" যিনি হবেন তাঁর জন্য সৃষ্টি করার গুণাবলি একান্তই অপরিহার্য্য, অতএব ইলাহ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করার সার্বিক যোগ্যতা থাকাতো অঙ্গাঙ্গি ভাবেই তার সাথে জড়িত, আর যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম সে তো "ইলাহ" হতে পারে না, যদিও তাকে ইলাহ রূপে কেউ অভিহিত করে থাকে।
এ জন্য আল্লাহ নবসৃষ্টিতে ক্ষমতাশালী এইটুকু বিশ্বাসের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয় এবং এইটুকু কথা কিয়ামতের দিন জান্নাত লাভের জন্য ও যথেষ্ট নয়। আর যদি এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট হতো তাহলে আরবের কাফিররাও মুসলমান বলে গন্য হত। আর এ জন্য এ যুগের কোন লেখক যদি "إله" শব্দের এই অর্থই করে থাকেন তা হলে তাকে ভ্রান্ত বলতে হবে। তাই কোরআন হাদীস এবং জ্ঞানগর্ভ দলিল দ্বারা এর প্রতিবাদ করা একান্ত প্রয়োজন।[২৫]

২৫। দেখুন তাইছিরুল আজিজুল হামিদ - ৮০ পৃঃ

(গ) "لا إله إلا الله" এর শর্ত সমূহ ঃ

এই পবিত্র কালিমা মূখে বলাতে কোনই উপকারে আসবেনা যে পর্যন্ত এর ৭টি শর্ত পুরণ না করা হবে।

প্রথম ঃ এই কালিমার না বাচক এবং হাঁ বাচক দুটি অংশের অর্থ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এর অর্থ এবং উদ্দেশ্য না বুঝে শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যে কোন লাভ নেই। কেননা সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি এই কালিমার মর্মের উপর ঈমান আনতে পারবে না। আর তখন এই ব্যক্তির উদাহরণ হবে ঐ লোকের মত যে, লোক এমন এক অপরিচিত ভাষায় কথা বলা শুরু করল যে ভাষা সম্পর্কে তার সামান্যতম জ্ঞানও নেই।

দ্বিতীয় ঃ দৃঢ় প্রত্যয় অর্থাৎ এই কালিমার মাধ্যমে যে কথার স্বীকৃতি দান করা হলো তাতে সামান্যতম সন্ধেহ পোষণ করা চলবেনা।

তৃতীয় ঃ ঐ ইখলাছ যা "لا إله إلا الله" এর দাবী অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে শিরক থেকে মুক্ত রাখবে।

চতুর্থ ঃ এই কালিমা পাঠ কারীকে সত্যের পরাকাষ্ঠা হতে হবে যে সত্য তাকে মুনাফিকী আচরণ থেকে বিরত রাখবে। মুনাফিকরাও "لا إله إلا الله" এই কালিমা মুখে মুখে উচ্চারণ করে থাকে, কিন্তু এর নিগূঢ় তত্ব সম্পর্কে তারা পূর্ণ বিশ্বাসী নয়।

পঞ্চম ঃ ভালবাসাঃ অর্থাৎ মোনাফেকী আচরণ বাদ দিয়ে এই কালিমাকে স্বানন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে ও ভালবাসতে হবে।

ষষ্ট ঃ এই কালিমার দাবী অনুযায়ী নিজকে পরিচালনা করা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সমস্ত ফরজ ওয়াজিব কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া।

সপ্তম ঃ আন্তরীক ভাবে এ কালিমাকে গ্রহণ করা এবং এর পর দ্বীনের কোন কাজকে প্রত্যাখ্যান করা থেকে নিজকে বিরত রাখা। অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় আদেশ পালন করতে হবে এবং তাঁর নিষিদ্ধ সবকিছু থেকে বিরত থাকতে হবে।[২৬]

এই শর্তগুলো ওলামায়েকেরাম চয়ন করেছেন কোরআন হাদীসের আলোকেই, অতএব এ কালিমাকে শুধু মাত্র মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট , এমন ধারণা ঠিক নহে।

৪। "لا إله إلا الله" এর অর্থ ঃ পূর্ববর্তী আলোচনা হতে এ কালিমার অর্থ ও উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একথা স্পষ্ট হল যে, "لا إله إلا الله" এর অর্থ হচ্ছে ঃ সত্য এবং হক মাবুদ বলতে যে ইলাহকে বুঝায় তিঁনি হলেন একমাত্র আল্লাহ যার কোন শরীক নেই এবং তিঁনিই একমাত্র ইবাদতের অধিকারী। আর তিনি ব্যতীত যত মাবুদ আছে সব অসত্য এবং বাতিল, তাই তারা ইবাদাত পাওয়ার অযোগ্য। এজন্য অধিকাংশ সময় আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতের আদেশের সাথে সাথে তিঁনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করার জন্য নিষেধ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্য কাহাকেও অংশীদার করলে ঐ ইবাদাত অগ্রহণযোগ্য হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا"
অর্থাৎ ঃ এবং তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করোনা।[২৭]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ
"فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم"

২৬। ফাতহুল মাজিদ - ৯১ পৃঃ
২৭। আন্ নিসা - ৩৬

অর্থাৎ ঃ অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে ঐ ব্যক্তি দৃঢ় অবলম্বন ধারণ করল যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। [(২৮)]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"

অর্থাৎ ঃ আর নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর। [(২৯)]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, এবং সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যসব কিছুর ইবাদাতকে অস্বীকার করল ঐ ব্যক্তি আমার নিকট থেকে তার জীবন ও সম্পদ হেফাজত করল। [(৩০)]

আর প্রত্যেক রাসূলই তাঁর জাতিকে বলেছেন ঃ

"اعبدوا الله مالكم من إله غيره"

অর্থাৎ ঃ তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। [(৩১)]

ইবনে রজব বলেন ঃ কালিমার এই অর্থ বাস্তবায়িত হবে তখন, যখন বান্দহ **"لا إله إلا الله"** এর স্বীকৃতি দান করার পর ইহা প্রমাণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মাবুদ হওয়ার একমাত্র যোগ্য ঐ সত্তা যাকে ভয়-ভীতি, বিনয় ভালবাসা, আশা-ভরষা সহকারে

২৮। আল্ বাকারাহ - ২৫৬

২৯। আন্ নাহাল - ৩৬

৩০। সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ঈমান হাদীস - নং ২৩

৩১। আল্ আয়রাফ - ৫৯

আনুগত্য করা হয়, যার নিকট প্রার্থনা করা হয়, যার সমীপে দোয়া করা হয় এবং যার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা হয়, আর এ সমস্ত কিছু আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কার কাফেরদেরকে বললেন, তোমরা বলো ঃ "لا إله إلا الله" উত্তরে তারা বল্‌লো ঃ

"أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب"

অর্থাৎ ঃ সমস্ত ইলাহগুলোকে কি এক ইলাহতে পরিণত করল ? এতো অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। [৩২]

অর্থাৎ ঃ তারা বুঝতে পারল যে, এ কালিমার স্বীকৃতি মানেই এখন হতে মূর্তিপূজা বাতিল করা হলো এবং ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হলো। আর তারা কখনই এমনটি কামনা করেনা। আর এখানেই প্রমাণিত হল যে, "لا إله إلا الله" এর অর্থ এবং ইহার দাবী হচ্ছে ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর ইবাদাত পরিহার করা।

এজন্য কোন ব্যক্তি যখন বলে "لا إله إلا الله" তখন সে এই ঘোষণাই প্রদান করে যে, ইবাদাতের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদাত যেমন কবর পূজা, পীর পূজা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই বাতিল। এর মাধ্যমে গোর পূজাকারী ও অন্যান্যরা যারা মনে করে যে, "لا إله إلا الله" এর অর্থ হচ্ছে এই বলে স্বীকৃতি দেওয়া যে, আল্লাহ আছেন, অথবা তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি কোন কিছু উদ্ভাবন করতে সক্ষম, তাদের এই সমস্ত মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল।

৩২। ছোয়াদ - ৫

আবার কেউ যদি মনে করে যে "لا إله إلا الله" এর মানে সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং ইহাই "لا إله إلا الله" এর একমাত্র অর্থ যদিও এই ধারনার সাথে সাথে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পূজা-অর্চনা স্বরূপ যা ইচ্ছা তাই করা হউক অথবা মৃত ব্যক্তিদের নামে মান্নত, কোরবানী বা ভেট প্রদানের মাধ্যমে, তাদের কবরের চারপার্শ্বে ঘুরে তাওয়াফ করে, তাদের কবরের মাটিকে বরকতময় মনে করে তাদের নৈকট্য লাভ করা যাবে এমন ধারণা পোষণ করা হউক তবে এ ধরনের ব্যাখ্যাও হবে ভুল ব্যাখ্যা। এই লোকেরা অনুধাবন করতে পারেনি যে তাদের মত এমন আকীদাহ বিশ্বাস তৎকালীন মাক্কার কাফেরগণও পোষণ করত। তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র উদ্ভাবক এবং তারা অন্যান্য দেব-দেবীর ইবাদাত শুধুমাত্র এজন্যই করত যে, উহারা তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার খুব নিকটবর্তী করে দিবে, তাছাড়া তারা মনে করত না যে, ঐ সমস্ত দেব-দেবী সৃষ্টি করতে অথবা রিযিক দান করতে পারে। অতএব সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য ইহাই "لا إله إلا الله" এর প্রকৃত অর্থ বা একমাত্র অর্থ এমনটি নহে বরং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য ইহা এই কালিমার অর্থের একটি অংশ মাত্র। কেননা এক দিকে কেহ যদি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে যেমন ঃ আইন-আদালত বা বিচার বিভাগ ইত্যাদিতে শরীয়াতের হুকুম প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দিকে আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও শরীক করে তা হলে এর কোন মূল্যই হবেনা। আর

যদি "لا إله إلا الله" এর অর্থ ইহাই হত যেমনটি ঐ সমস্ত লোক ধারণা করে তাহলে মাক্কার মুশরিকদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন দ্বন্দ্বই থাকত না এবং তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র এই আহ্বানই করতেন যে, তোমরা এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান কর যে, আল্লাহ তা'য়ালা উদ্ভাবন করতে সক্ষম অথবা আল্লাহ বলতে একজন কেউ আছেন, অথবা তোমরা ধন-সম্পদ এবং অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে শরীয়াত অনুযায়ী ফায়সালা কর, এবং এবাদতের বিষয়ে কিছু বলা থেকে বিরত থাকতেন। এ ছাড়া তাদেরকে যদি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন তাহলে কালবিলম্ব না করে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিত। কিন্তু তাদের ভাষা আরবী হওয়ার কারণে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, "لا إله إلا الله" এর স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থই হচ্ছে সমস্ত দেব-দেবীকে অস্বীকার করা। তারা বুঝেছিল যে, এই কালিমা শুধুমাত্র এমন কতগুলো শব্দের সমারোহ নয় যে, এর কোন অর্থ নেই, এজন্যই তারা এর স্বীকৃতি দান করা থেকে বিরত থাকল এবং বলল ঃ

"اجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب"

অর্থাৎ ঃ সে কি সমস্ত ইলাহগুলোকে এক ইলাহতে পরিণত করল? এত অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون"

অর্থাৎ ঃ তাদের যখন বলা হত আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব ? [৩৩]

অতএব তারা বুঝল যে "لا إله إلا الله" এর মানেই হচ্ছে সমস্ত কিছুর ইবাদাত ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদাত করা। আর তারা যদি একদিকে কালিমা "لا إله إلا الله" বলত অন্যদিকে দেব-দেবীর ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে এটা হত স্ববিরোধিতা, আর এমন স্ববিরোধিতা থেকে তারা নিজদেরকে বিরত রাখছেন। কিন্তু আজকের কবর পূজারীরা এই জঘন্যতম স্ববিরোধিতা থেকে নিজদেরকে বিরত রাখছেনা। তারা এক দিকে বলে "لا إله إلا الله" অন্য দিকে মৃত ব্যক্তি এবং মাজার ভিত্তিক ইবাদাতের মাধ্যমে এই কালিমার বিরোধিতা করে তাকে। অতএব ধ্বংস ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যাদের চাইতে আবু জেহেল ও আবু লাহাব ছিল কালিমা "لا إله إلا الله" এর অর্থ সম্পর্কে আরো বেশী অভিজ্ঞ।

এখানে সংক্ষিপ্ত কথা হল এই যে, যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কালিমার দাবী অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে ইহার স্বীকৃতি দান করল এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় নিজকে শিরক্ থেকে বিরত রেখে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদাতকে নির্ধারণ করল, সে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে মুসলমান। আর যে এই কালিমার মর্মার্থকে বিশ্বাস

৩৩। আস্সাফ্ফাত - ৩৫/৩৬

না করে এমনিতে প্রকাশ্যভাবে এর স্বীকৃতি দান করল এবং এর দাবী অনুযায়ী গতানুগতিকভাবে কাজ করল সে ব্যক্তি মূলতঃ মোনাফিক। আর যে মুখে ইহা বলল এবং শিরক এর মাধ্যমে এর বিপরীত কাজ করল সে প্রকৃত অর্থে স্ববিরোধী মোশরেক। এজন্য এই কালিমা উচ্চারণের সাথে সাথে অবশ্যই এর অর্থ জানতে হবে আর তখনই এর দাবী অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون"

অর্থাৎ ঃ তবে যারা জেনে বুঝে সত্যের সাক্ষ্য দিল [৩৪]

অতএব এই কালিমার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এর দাবী অনুযায়ী একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ইবাদাতকে অস্বীকার করা।

"لا إله إلا الله" এর আরো অন্যতম দাবী হল ইবাদাত, মোয়ামেলাত (লেন-দেন) হালাল-হারাম, সর্বাবস্থায় আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়া এবং অন্য সব বিধান পরিত্যাগ করা।

আল্লাহ বলেন ঃ

"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله"

অর্থাৎ ঃ তাদের কি এমন কোন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান রচনা করবে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। [৩৫]

এ থেকে বুঝা গেল অবশ্যই ইবাদাত, লেন-দেন এবং মানুষের মধ্যে বিতর্কিত বিষয় সমূহ ফয়সালা করতে আল্লাহর বিধানকে মেনে

৩৪। আযযোখরুফ - ৮৬ পৃঃ

৩৫। আশ্ শুরা - ২১

নিতে হবে এবং এর বিপরীত মানব রচিত সকল বিধানকে ত্যাগ করতে হবে। এ অর্থ থেকে আরো বুঝা গেল যে, সমস্ত বেদাত এবং কুসংস্কার যাহা জ্বীন ও মানব রূপী শয়তান রচনা করে, তাও পরিত্যাগ করতে হবে। আর যে এগুলোকে গ্রহণ করবে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله"

অর্থাৎ ঃ তাদের কি এমন কোন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান রচনা করবে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ "وإن أطعتموهم إنكم لمشركون"

অর্থাৎ ঃ যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। [৩৬]

আল্লাহ বলেন ঃ

"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله"

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ ব্যতীত তারা তাদের পণ্ডিত ও পীর পুরোহিতদেরকে তাদের পালন কর্তারূপে গ্রহণ করেছে"।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আদি ইবনে হাতেম আত্‌তায়ীর সামনে এই আয়াত পাঠ করেন, তখন আদি বললেন হে আল্লাহর রাসূল আমরা আমাদের পীর পুরোহীতদের কখনো ইবাদাত করিনি।

৩৬। আল্‌ আনয়াম - ১২১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ- আল্লাহ যে সমস্ত জিনিস হারাম করেছেন তোমাদের পীর পুরোহীতরা তাকে হালাল করত এবং আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন তাকে তারা হারাম বা অবৈধ করত এতে তোমরা কি তাদের অনুসরণ করতে না ? হযরত আদী বললেন হাঁ, এতে আমরা তাদের অনুসরণ করতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ইহাই তাদের ইবাদাত।

আশ্‌শেখ আবদুর রহমান বিন হাসান বলেন ঃ অন্যায় কাজে তাদের আনুগত্য করার জন্যই ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত হয়ে গেল এবং এরই মাধ্যমে পীর পুরোহীতদের তারা নিজেদের রব হিসাবে গ্রহণ করল। আর এই হল আমাদের জাতির বর্তমান অবস্থা এবং ইহা এক প্রকার বড় শিরক যার মাধ্যমে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করা হয়, যে একত্বের অর্থ বহন করে "لا إله إلا الله" এর সাক্ষী। অতঃপর এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, কালিমার অর্থ ঐ সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করার কারণে ইখলাছের বাণী উহাকে অস্বীকার করে।

এভাবে মানব রচিত আইনকেও ত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা, বিচার ফয়সালাতে কোরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"

অর্থাৎ ঃ তারপর তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর। [৩৭]

৩৭। আন্‌ নিসা - ৫৯

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي"

অর্থাৎ ঃ তোমরা যে বিষয়ই মতভেদ কর তার ফয়সালা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে আর তিনি আমার রব। [৩৮]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ফয়সালা করবে না তার বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা যে, সে কাফের অথবা যালেম অথবা ফাসেক এবং সে ঈমানদার থাকবে না। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী যে ব্যক্তি ফয়সালা না করবে সে ঐ পর্যায়ে কাফের হবে যখন সে শরীয়ত বিরোধী ফায়সালা দেয়াকে জায়েজ বা মোবাহ মনে করবে। অথবা মনে করবে যে, তার ফয়সালা আল্লাহ তা'য়ালার ফয়সালা থেকে অধিক উত্তম বা অধিক গ্রহণীয়। এমন ধারণা পোষণ করা হবে তাওহীদ পরিপন্থী, কুফুরী ও শিরক এবং ইহা "لا إله إلا الله" এই কালিমার অর্থের একেবারেই বিরোধী।

আর যদি শরীয়ত বিরোধী ফয়সালা দানকে মোবাহ মনে না করে, বরং শরিয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দানকে ওয়াজিব মনে করে কিন্তু পার্থিব লালসার বসবর্তী হয়ে নিজের মনগড়া আইন দিয়ে ফয়সালা করে তবে ইহা ছোট শিরক ও ছোট কুফরীর পর্যায়ে পড়বে তবে ইহাও "لا إله إلا الله" এর অর্থের পরিপন্থী।

অতএব "لا إله إلا الله" একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ইহাই মুসলমানদের জীবনকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং পরিচালিত করবে তাদের সমস্ত ইবাদাত-বন্দেগী এবং সমস্ত কাজ কর্মকে।

৩৮। আশ্ শুরা - ১০

এই কালিমা কতগুলো শব্দের সমারোহ নয় যে না বুঝিয়া উহাকে সকাল সন্ধ্যার তাছবীহ হিসাবে শুধুমাত্র বরকতের জন্য পাঠ করবে আর এর দাবী অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকবে, অথবা এর নির্দেশিত পথে চলবে না। অথচ অনেকেই একে শুধুমাত্র গতানুগতিক ভাবে মুখে উচ্চারণ করে থাকে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস ও কর্ম এর পরিপন্থী।

"لا إله إلا الله" এর আরো দাবী হল আল্লাহর যত গুণবাচক নাম ও তাঁর নিজ সত্তার যে সমস্ত নাম আছে যে গুলোকে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন সবগুলোকে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون"

অর্থাৎ ঃ আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম, কাজেই সেই নাম ধরেই তাকে ডাক আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে, তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (৩৯)

ফাতহুল মজিদ কিতাবের লেখক বলেন ঃ আরবদের ভাষায় প্রকৃত ইল্‌হাদ (إلحاد) বলতে বুঝায় সঠিক পথ পরিহার করে বক্র পথ অনুসরণ করা এবং বক্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ে পথভ্রষ্ট হওয়া। আল্লাহর নাম এবং সমস্ত গুণবাচক নামের মধ্যেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় এবং কামালিয়াত ফুটে উঠে বান্দাহর নিকট।

৩৯। আল্‌-আ'রাফ - ১৮০

লেখক আরো বলেন ঃ অতএব আল্লাহর নাম সমূহের বিষয়ে বক্রতা অবলম্বন করা মানে ঐ সমস্ত নামকে অস্বীকার করা, অথবা ঐ সমস্ত নাম সমূহের অর্থকে অস্বীকার করা বা উহাকে অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করা, অথবা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে উহার সঠিক অর্থকে পরিবর্তন করে দেওয়া, অথবা আল্লাহর ঐ সমস্ত নাম দ্বারা তাঁর সৃষ্টি মাখলুকাতকে বিশেষিত করা। যেমন ঃ ওহদাতুল ওজুদ পন্থিরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক করে সৃষ্টির ভাল মন্দ অনেক কিছুকেই আল্লাহর নামে বিশেষিত করেছে। অতএব যে ব্যক্তি মোতাজিলা সম্প্রদায় বা জাহমিয়া বা আশায়েরাদের মত আল্লাহর নাম সমূহের ও গুনাবলীর অপব্যাখ্যা করল, অথবা যেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় ও অর্থ-সারশুন্য করে দিল, অথবা সেগুলোর অর্থ বোধগম্য নয় বলে মনে করল এবং এসকল নামও গুনাবলীর সুমহান অর্থের উপর বিশ্বাস আনল না সে মুলত আল্লাহর নাম ও গুনাবলীতে বক্রতার পথ অবলম্বন করল এবং "لا إله إلا الله" এর অর্থ ও উদ্দেশ্যেরই বিরোধিতা করল। কেননা ইলাহ হলেন তিঁনি যাঁকে তার নাম ও সিফাতের মাধ্যমে ডাকা হয় এবং তার নৈকট্য লাভ করা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ "فادعوه بها" অর্থাৎ ঃ ঐ সমস্ত নামের মাধ্যমে তাঁকে ডাক। আর যার কোন নাম বা সিফাত নেই তিনি কিভাবে ইলাহ বা উপাস্য হবেন এবং কিসের মাধ্যমে তাঁকে ডাকা হবে ?

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন ঃ শরীয়াতের বিভিন্ন হুকুম আহ্কামের বিষয়ে মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হলেও সিফাত সংক্রান্ত আয়াত সমূহে বা উহাতে যে সংবাদ এসেছে তাতে কেউ বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। বরং সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে

আল্লাহর এই আসমায়ে হোসনা এবং সিফাতের প্রকৃত অর্থ বুঝার পর এবং সত্য বলে উহাকে মেনে নেওয়ার পর ঠিক যে ভাবে উহা বর্ণিত হয়েছে কোন অপব্যাখ্যা ছাড়াই উহাকে ঐ ভাবেই মেনে নিতে হবে এবং উহার স্বীকৃতি দান করতে হবে। এখানে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর আসমায়ে হুসনা এবং সিফাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তাওহীদ ও রিসালাতকে দৃঢ় ভাবে প্রতিপন্ন করার উহাই মূল উৎস এবং তাওহীদের স্বীকৃতির জন্য এ সমস্ত আসমায়ে হুসনার স্বীকৃতি এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এজন্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যাতে করে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ না থাকতে পারে।

হুকুম আহকামের আয়াতগুলো বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্যতীত সবার জন্য বুঝে উঠা একটু কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত আয়াত সমূহের সাধারণ অর্থ সর্ব সাধারণ ও বুঝতে পারে। [৪০]

লেখক আরো বলেন ঃ এতো এমন একটি বিষয় যা সহজাত প্রবৃত্তি, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং আসমানী কিতাব সমূহের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় যে, যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা অর্জনের সমস্ত গুণাবলী না থাকে সে কিছুতেই ইলাহ বা মা'বুদ, উদ্ভাবক ও প্রতিপালক হতে পারে না, সে হবে নিন্দিত ক্রটিপূর্ণ ও অপরিপক্ক এবং সে পূর্বাপর কোন অবস্থায় প্রশংসিত হতে পারে না। সর্বাবস্থায় প্রশংসিত হবেন তিনিই যাঁর মধ্যে

৪০। মোখতাছার সাওয়ায়েকে মুরসালা ১ম খণ্ড ১৫ পৃঃ

কামালিয়াত বা পূর্ণাঙ্গতা অর্জনের সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। আর এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের পূর্বের মনীষিগণ হাদীস শাস্ত্রের উপর বা আল্লাহর সিফাতের উপর যেমন তিনি সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে তাঁর কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত বই পুস্তক রচনা করেছেন সে সকল বইয়ের নামকরণ করেছেন "আত্তাওহীদ" কারন এই সমস্ত গুণাবলীকে অগ্রাহ্য করা বা অস্বীকার করা এবং এর সাথে কুফরী করার অর্থ হল সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা এবং তাঁকে না মানা। আর আল্লাহর একত্ববাদের অর্থ হচ্ছে তার সমস্ত কামালিয়াতের সীফাতকে মেনে নেওয়া সমস্ত দোষত্রুটি ও অন্য কিছুর সাথে তুলনীয় হওয়া থেকে তাঁকে পবিত্র মনে করা।

৫। একজন ব্যক্তির জন্য কখন "لا إله إلا الله"এর স্বীকৃতি ফলদায়ক হবে আর কখন উহার স্বীকৃতি নিষ্ফল হবে?

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, "لا إله إلا الله" এর স্বীকৃতির সাথে এর অর্থ বুঝা এবং তার দাবী অনুযায়ী কাজ করাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু কোরআন হাদীসে এমন কিছু উদ্ধৃতি আছে যা থেকে সন্দেহের উদ্ভব হয় যে, শুধুমাত্র "لا إله إلا الله" মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট। আর মূলতঃ কিছু লোক এই ধারণাই পোষণ করে। অতএব সত্য সন্ধানীদের জন্য এ সন্দেহের নিরসন করে দেয়া একান্তই প্রয়োজন। হযরত ইতবান থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বলবে "لا إله إلا الله" আল্লাহ তাহার উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন। এই হাদীসের আলোচনায় শেখ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বলেন ঃ মনে রেখ অনেক হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দেখে মনে হয় কোন ব্যক্তি তাওহীদ এবং রিসালাতের

শুধুমাত্র সাক্ষ্য প্রদান করলেই জাহান্নামের জন্য সে হারাম হয়ে যাবে যেমন উপরোল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে। এমনিভাবে হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত মোয়াজ (রাঃ) একবার সাওয়ারির পিঠে আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছেন এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মোয়াজকে ডাকলেন। হযরত মোয়াজ বললেন ঃ লাব্বাইকা ওয়া সায়াদাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মোয়াজ যে কোন বান্দই এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। [৪১]

ইমাম মোসলেম হযরত ওবাদাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন"। [৪২]

এছাড়া অনেকগুলো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে ব্যক্তি তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দান করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে তবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম করা হবে এমন কোন উল্লেখ তাতে নেই।

৪১। বোখারী ১ম খণ্ড - ১৯৯ পৃঃ

৪২। সহীহ মোসলেম ১ম খণ্ড - ২২৮/২২৯ পৃঃ

তাবুক যুদ্ধ চালাকালিন একটি ঘটনা, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় এবং আমি আল্লাহর রাসূল। আর সংশয়হীন ভবে এই কালিমা পাঠ কারী আল্লাহর সাথে এমত অবস্থায় মিলিত হবে যে , জান্নাতের মধ্যে এবং তার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

লেখক আরো বলেন ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এবং অন্যান্য প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এবিষয়ে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত চমৎকার। ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) বলেন ঃ এ সমস্ত হাদীসের অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি এই কালিমা পাঠ করবে এবং উহার উপর মৃত্যুবরণ করবে - যেমন উল্লেখিত হদীসগুলোতে বলা হয়েছে - আর এই কালিমাকে শংসয়হীনভাবে একেবারে নিরেট আল্লাহর ভালবাসায় হৃদয় মন থেকে এর স্বীকৃতি দিতে হবে। আর প্রকৃত তাওহীদ হচ্ছে সার্বিক ভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এবং আকৃষ্ট হওয়া। অতএব যে ব্যক্তি খালেস দিলে "لا إله إلا الله" এর সাক্ষ্য দান করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর ইখলাছ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঐ আকর্ষণেরই নাম যে আকর্ষণ বা আবেগের ফলে আল্লাহর নিকট বান্দাহ সমস্ত পাপের জন্য খালেছ তাওবা করবে এবং যদি এই অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে তবেই জান্নাত লাভ করতে পারবে। কারন অসংখ্য হদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বলবে "لا إله إلا الله" সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে যদি তার মধ্যে অনু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান থাকে। এছাড়া অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অনেক লোক

"لا إله إلا الله" বলার পরেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। অনেকগুলো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ বনি আদম সিজদা করার ফলে যে চিহ্ন পড়ে ঐ চিহ্নকে জাহান্নাম কখনো স্পর্শ করতে পারবেনা এতে বুঝা গেল ঐ ব্যক্তিরা নামায পড়ত এবং আল্লাহর জন্য সিজদা করত। আর অনেকগুলো হাদীস এভবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বলবে "لا إله إلا الله" এবং সাক্ষ্য দান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল তাঁহার উপর জাহান্নামকে হারাম করা হবে। তবে একথা শুধু এমনিতে মুখে উচ্চারণ করলেই চলবেনা এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু নির্দিষ্ট কাজ যা অবশ্যই করণীয়। অধিকাংশ লোক এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করলেও তারা জানে না ইখলাছ এবং ইয়াকীন বা দৃঢ় প্রত্যয় বলতে কি বুঝায়। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবে মৃত্যুর সময় এই কারণে ফিতনার সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং ঐ সময় হয়ত তার মাঝে এবং কালিমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। অনেক লোক এই কালিমা অনুকরণমূলক বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী পাঠ করে থাকে অথচ তাদের সাথে ঐকান্তিকত ঈমানের কোন সম্পর্কই থাকে না। আর মৃত্যুর সময়ও কবরে ফিতনার সম্মুখীন যারা হবে তাদের অধিকাংশই এই শ্রেণীর মানুষ। হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ঃ এই ধরনের লোকদের কবরে প্রশ্ন করার পর উত্তরে বলবে ঃ "মানুষকে এভাবে

একটা কিছু বলতে শুনেছি এবং আমিও তাদের মত বুলি আওড়িয়েছি মাত্র"। তাদের অধিকাংশ কাজকর্ম বা আমল তাদের পূর্বসূরীদের অনুকরণেই হয়ে থাকে। আর এ কারণে তাদের জন্য আল্লাহর এই বাণীই শোভা পায়।

"إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون"

অর্থ ঃ আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদের এই পথের পথিক হিসাবে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি। [৪৩]

এই দীর্ঘ আলোচনার পর বলা যায় যে, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কোন প্রকার বিরোধিতা নেই। অতএব কোন ব্যক্তি যদি পূর্ণ ইখলাছ এবং ইয়াকীনের সাথে এই কালিমা পাঠ করে তাহলে কোন মতেই সে কোন পাপ কাজের উপরে অবিচলিত থাকতে পারবে না। কারন তার বিশুদ্ধ ইসলাম বা সততার কারনে আল্লাহর ভালবাসা তার নিকট সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে স্থান পাবে। অতএব এই কালিমা পাঠ করার পর আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর প্রতি তার হৃদয়ের মধ্যে কোন প্রকার আগ্রহ বা ইচ্ছা থাকবে না এবং আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সে সম্পর্কে তার মনের মাঝে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ বা ঘৃণা থাকবে না। আর এ ধরনের ব্যক্তির জন্যই জাহান্নাম হারাম হবে, যদিও তার থেকে পূর্ববর্তীতে কিছু গুনাহ হয়ে থাকে।

কারন তার এই ঈমান, এই তাওবা, এই ইখলাছ, এই ভালবাসা এবং এই ইয়াকীনই সমস্ত পাপকে এভাবে মুছে দিবে যেভাবে দিনের আলো রাতের আঁধারকে দূরিভূত করে দেয়। [৪৪]

৪৩। আয্‌যুখরুফ - ২৩

৪৪। দেখুন তায়ছিরুল আজিজুল হামিদ বে শরহে কিতাবুত্‌ তাওহীদ - ৬৬/৬৭ পৃঃ

শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব বলেন ঃ এই প্রসঙ্গে তাদের আরেকটি সংশয় এই যে তারা বলে হযরত উসামা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে "لا إله إلا الله" বলার পরেও হত্যা করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এই কাজকে নিন্দা করেছেন এবং উসামা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ তুমি কি তাকে "لا إله إلا الله" বলার পর হত্যা করেছ ? এই ধরনের আরো অন্যান্য হাদীস যাতে কালিমা পাঠকারীর নিরাপত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ থেকে এসকল মূর্খরা বলতে চায় যে, কোন ব্যক্তি এই কালিমা পড়ার পর যাহা ইচ্ছা তাহাই করতে পারে কিন্তু এ কারণে আর কখনো কাফের হয়ে যাবে না এবং তার জীবনের নিরাপত্তার জন্য এটাই যথেষ্ট। এ সমস্ত অজ্ঞদের বলতে হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের সাথে জিহাদ করেছেন এবং তাদেরকে বন্দী করেছেন অথচ তারা "لا إله إلا الله" এ কথাকে স্বীকার করত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ হানিফা গোত্রের সাথে জিহাদ করেছেন অথচ তারা স্বীকার করত আল্লাহ এক এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং তারা নামাযও পড়ত এবং ইসলামের দাবীদার ছিল।

এভাবে হযরত আলী (রাঃ) যাদেরকে জ্বালিয়ে মেরেছিলেন তাদের কথাও উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত অজ্ঞরা এ বিষয়ে কিন্তু স্বীকৃতি দান করে যে, যে ব্যক্তি "لا إله الله" বলার পর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং মোরতাদ হয়ে যাবে এবং মোরতাদ হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হবে, এবং যে ইসলামের স্তম্ভগুলোর কোন একটিকে অস্বীকার করবে তাকে কাফের

বলা হবে এবং মোরতাদ হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হবে, যদিও সে "لا إله الله" একথা মুখে উচ্চারণ করুক। তাহলে বিষয়টা কেমন হল ? আংশিক দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বক্রতার পথ গ্রহণ করলে যদি "لا إله الله" বলা কোন উপকারে না আসে তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের মূল বিষয় তাওহীদের সাথে কুফরী করার পর কিভাবে "لا إله الله" শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করাটা তার উপকার সাধন করতে পারে ? মূলতঃ খোদাদ্রোহীরা এই সমস্ত হাদীসের অর্থই বুঝতে পারেনি। (৪৫)
হাদীসে উসামার ব্যাখ্যায় তিনি আরো বলেন ঃ উসামা (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন এই মনে করে যে, ঐ ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার দাবী করেছে শুধুমাত্র তার জীবন ও সম্পদ রক্ষার ভয়ে। আর ইসলামের নীতি হচ্ছে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে ঐ পর্যন্ত তার ধন-সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে যে পর্যন্ত ইসলামের পরিপন্থী কোন কাজ সে না করে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا"

অর্থাৎ ঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বাহির হও তখন যাচাই করে নিও। (৪৬)
এই আয়াতের অর্থ হল এই যে, কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পর ঐ পর্যন্ত তার জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে যে পর্যন্ত

৪৫। দেখুন মাজমুয়ুত তাওহীদ - ১২০/১২১ পৃঃ
৪৬। আন্ নিসা - ৯৮

ইসলাম পরিপন্থী কোন কাজ তার নিকট থেকে প্রকাশ না পায়। আর যদি এর বিপরীত কোন কাজ করা হয় তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে তোমরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিরূপণ কর। আর যদি তাই না হতো তাহলে এখানে "فتبينوا" অর্থাৎ যাচাই কর এই শব্দের কোন মূল্যই থাকে না, এভাবে অন্যান্য হাদীস সমূহ যার আলোচনা পূর্বে বর্ণনা করেছি অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম এবং তাওহীদের স্বীকৃতি দান করল এবং এর পর ইসলাম পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকল তার জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা ওয়াজিব। আর একথার পক্ষে দলিল হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত উসামাকে বলেছেন ঃ তুমি কি তাকে "لا إله إلا الله" বলার পর হত্যা করেছে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ আমি মানুষের সাথে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই।

আবার তিনিই খারেজিদের সম্পর্কে বলেন ঃ "তোমরা যেখানেই তাদের সাক্ষাৎ পাও সেখানেই তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে সাধারণ হত্যা করতাম"। অথচ এরাই ছিল তখনকার সময় সবচেয়ে বেশী আল্লাহর মহত্ব বর্ণনাকারী। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম এ দিক থেকে নিজদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় খুব খাট মনে করতেন, যদিও তারা সাহাবায়ে কেরামদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করত। এদের নিকট থেকে ইসলাম বহির্ভূত কাজ প্রকাশ পাওয়ায় এদের "لا إله إلا الله" বলা এবং প্রচার বা ইবাদাত করা এবং মুখে ইসলামের দাবিকরা কোন কিছুই তাদের কাজে আসলনা।

এভাবে ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং সাহাবাদের বনু হানিফা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়গুলোও এখানে উল্লেখ যোগ্য।

এই প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে রজব তাঁর "কালিমাতুল ইখলাছ" নামক গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাদীস (আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে জিহাদ করার জন্য যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্যদেয় যে, আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল)।

এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হযরত ওমর এবং একদল সাহাবা বুঝে ছিলেন যে, যে ব্যক্তি শুধু মাত্র তাওহীদ ও রিসালাতের তথা, "لا إله إلا الله محمد رسول الله" এর সাক্ষ্যদান করবে একমাত্র এর উপর নির্ভর করে তাদেরকে দুনিয়াবী শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। আর এ জন্যই তাঁরা যাকাত প্রদানে অস্বীকার কারিদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন।

আর আবু বকর (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, ঐ পর্যন্ত তাদেরকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না যে পর্যন্ত তারা যাকাত প্রদানের স্বীকৃতি না দিবে। কেননা রাসূল সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা তাওহীদ ও রিসালাত তথা "لا إله إلا الله محمد رسول الله" এর সাক্ষ্য দিবে তারা আমার নিকট থেকে তাদের জীবনকে হেফাজত করল তবে ইসলামী দণ্ডে মৃত্যু দণ্ডের উপযুক্ত হলে তা প্রয়োগ করা হবে, এবং তাদের হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর উপর থাকবে।

লেখক আরো বলেন ঃ যাকাত হচ্ছে সম্পদের হক এবং আবু বকর (রাঃ) এটাই বুঝে ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আনাছ (রাঃ) ও অন্যান্য অনেক সাহাবা বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি মানুষের

সাথে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত তারা বলবে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত দান করবে"। আর আল্লাহ তায়ালার বাণীও এই অর্থই বহন করে।
আল্লাহ বলেন ঃ

"فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم"

অর্থাৎ ঃ তারা যদি তাওবা করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। [৪৭]
আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين"

অর্থাৎ ঃ "তারা যদি তাওবা করে নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দান করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই"। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব ঐ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবেনা যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তাওহীদের স্বীকৃতির সাথে সাথে সমস্ত ফরজ ওয়াজিব আদায় না করবে। আর শিরক থেকে তাওবা করা ঐ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে না যে পর্যন্ত তাওহীদের উপর অবিচল না থাকবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সাহাবাদের জন্য এটাই নির্ধারণ করলেন তাঁরা এই রায়ের প্রতি ফিরে আসলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক মনে করলেন। এতে বুঝা গেল যে দুনিয়ার শাস্তি থেকে শুধু মাত্র এই কালিমা পাঠ করলেই রেহাই পাওয়া যাবে না বরং ইসলামের কোন বিধি বিধান লংঘন করলে দুনিয়াতে যেমন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তেমনি আখেরাতের শাস্তিও ভোগ করতে হবে। [৪৮]

৪৭। আত তাওবা - ৫।
৪৮। দেখুন কালিমাতুল ইখলাছ ৯/১১ পৃ:।

লেখক আরো বলেন ঃ আলেমদের মধ্যে অন্য একটি দল বলেন ঃ এই সমস্ত হাদিসের অর্থ হচ্ছে "لا إله إلا الله" মুখে উচ্চারণ করা জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটা প্রধান উপকরণ এবং উহার দাবী মাত্র। আর এ দাবীর ফলাফল সিদ্ধি হবে শুধুমাত্র তখনই যখন প্রয়োজনীয় শর্তগুলো আদায় করা হবে এবং তার প্রতিবন্ধকতা গুলো দূর করা হবে। আর ঐ লক্ষ্যে পৌছার শর্ত গুলো যদি অনুপস্থিত থাকে, অথবা ইহার পরিপন্থী কোন কাজ পাওয়া যায় তবে এই কালিমা পাঠ করা এবং এর লক্ষ্যে পৌছার মাঝে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

হযরত হাছানুল বসরি এবং ওয়াহাব বিন মোনববেহ্ও এই মতই ব্যাক্ত করেছেন। এবং এই মতই হল অধিক স্পষ্ট। হাছানুল বসরি (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে ঃ ফারাজদাক নামক কবি তার স্ত্রীকে দাফন করার সময় হাছানুল বসরি বললেন ঃ এই দিনের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? উত্তরে ফারাজদাক বললেন ঃ ৭০ বৎসর যাবত কালিমা "لا إله إلا الله" এর যে স্বীকৃতি দিয়ে আসছি তাই আমার সম্বল। হাছানুল বসরি বলেলন ঃ বেশ উত্তম প্রস্তুতি কিন্তু এই কালিমার কতগুলো শর্ত রয়েছে, তুমি অবশ্যই সতী-সাধবী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে কবিতা লেখা থেকে নিজকে বিরত রাখবে।

হযরত হাছানুল বসরিকে প্রশ্ন করা হল কিছু সংখ্যক মানুষ বলে থাকে যে, যে ব্যক্তি বলবে "لا إله إلا الله" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি বলবে "لا إله إلا الله" এবং উহার ফরজ ওয়াজিব আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এক ব্যক্তি ওয়াহাব বিন মোনাবৃবিহ কে বললেন ঃ

"لا إله إلا الله" কি বেহেস্তের কুঞ্জি নয় ? !!

তিনি বললেন হাঁ, তবে প্রত্যেক চাবির মধ্যে দাঁত কাটা থাকে তুমি যে চাবি নিয়ে আসবে তাতে যদি দাঁত থাকে তবেই তোমার জন্য জান্নাতের দরওয়াজা খোলা হবে, নইলে না।

লেখক বলেন ঃ "لا إله إلا الله" এই কালিমা পাঠকরলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এর দাবী অনুযায়ী কাজ করা হউক বা নাই হউক অথবা যারা মনে করে "لا إله إلا الله" বললেই আর কখনোই তাদেরকে কাফের বলা যাবে না, চাই মাজার পূজা ও পীর পূজার মাধ্যমে যত বড় বড় শিরকের চর্চাই তারা করুক না কেন, যে সমস্ত শিরকি কর্ম "لا إله إلا الله" এর একে বারেই পরিপন্থী এই সন্ধেহের অবসান করার জন্য আমি আহলে ইলমদের কথা থেকে যতটুকু এখানে উপস্থাপন করেছি তাই যথেষ্ট মনে করি।

আর এটা হচ্ছে মূলত পথ ভ্রষ্ট কারিদের কাজ যারা কোরআন ও হাদীসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধিৃতি সমূহকে বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা না বুঝে উহার ভাসা ভাসা অর্থ গ্রহণ করে এবং এরপর উহাকে তাদের পক্ষের দলিল প্রমাণ মনে করে, আর উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী উদ্ধৃতিসমুহকে উপেক্ষা করে। এদের অবস্থা হল ঐ সমস্ত লোকদের মত যারা কোরআনের কিছু অংশে বিশ্বাস করে আর কিছু অংশের সাথে কুফরি করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

"هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ، ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد"

অর্থাৎ ঃ তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট সে গুলো কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মোতাশাবেহ (রূপক) সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তারা ফিতনা বিস্তার ও মোতাশাবিহ আয়াত গুলোর অপব্যাখ্যার অনুসরণ করে। মূলত সে গুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেন ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এসব আমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করেনা। হে আমাদের পালন কর্তা তুমি আমাদের সরল পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর তুমিই সব কিছুর দাতা, হে আমাদের পালন কর্তা তুমি একদিন মানব জাতিকে অবশ্যই একত্রিত করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।[৪৯]

হে আল্লাহ আমাদিগকে সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং মিথ্যাকে পরিহার করার তাওফিক দান করুন।

৬। "لا إله إلا الله" এর প্রভাব ঃ

সত্য এবং নিষ্ঠার সাথে এই মহান কালিমা পাঠ করলে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল করলে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে এই কালিমার এক বিশেষ সুফল প্রতিফলিত হয়। তম্মধ্যে নিম্নবর্তী বিষয় গুলো উল্লেখযোগ্য।

৪৯। আলে ইমরান - ৭/৯

১। এই কালিমা মুসলমানদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করে আর এর ফল স্বরূপ তারা আল্লাহর বলে বলিয়ান হয়ে বিজয় সূচিত করতে পারে খোদা-দ্রোহীদের উপর; কেননা তখন তারা একই দ্বীনের অনুসারি এবং একই আকীদায় বিশ্বাসি হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"

অর্থাৎ ঃ এবং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় ভাবে ধারণ কর, আর তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়োনা। (৫০)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ولو أنفقت ما فى الأرض جميعا ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم"

অর্থাৎ ঃ তিঁনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন আপন সাহায্যে ও মুসলমানদের দিয়ে আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। তুমি যদি জমিনের সকল সম্পদ ব্যয় করে ফেলতে তার পরেও তাদের মনে একে অপরের প্রতি প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেনা কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে পারস্পরিক প্রীতি সঞ্চার করেছেন, নিশ্চয়ই তিঁনি পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞ। (৫১)

আর ইসলামী আকীদায় যদি অনৈক্য সৃষ্টি হয় তাহলে তা থেকে পরস্পরের মধ্যে বিভক্তি এবং ঝগড়া কলহের জন্ম হয়।

যেমন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء"

৫০। আলে ইমরান - ১০৩

৫১। আল আনফাল - ৬২/৬৩

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।[৫২]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون"

অর্থাৎ ঃ অতঃপর তারা তাদের কাজকে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত।[৫৩]

অতএব মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে তাওহীদ ও ঈমানি আকীদার বন্ধনে একত্রিত হওয়া। আর ইহাই "لا إله إلا الله" এর একমাত্র অর্থ। ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হওয়ার পূর্বে আরবদের অবস্থা এবং এর পরে তাদের অবস্থা বিবেচনা করলেই একথা সুস্পষ্ট বোঝা যাবে।

২। "لا إله إلا الله" এই কালিমার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সমাজের মধ্যে ফিরে আসে শান্তি আর নিরাপত্তার গ্যারান্টি; কেননা এই ঈমানের ফলে ঐ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা গ্রহন করে এবং যা হারাম করেছেন তাকে পরিহার করে, আর সকল মানুষ ফিরে আসে সীমালংঘন অত্যাচার আর শত্রুতার পথ থেকে এবং একে অপরের প্রতি বাড়িয়ে দেয় সহানুভূতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের হাত।

আল্লাহ বলেন ঃ "إنما المؤمنون إخوة" অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই মুমিনরা একে অপরের ভাই।

আর এই বাণীর অনুসরণে একে অপরকে জড়িয়ে নেয় প্রীতি আর ভালবাসার জালে।

৫২। আল আনয়াম - ১৫৯
৫৩। আল মোয়্মেনুন - ৫৩

আর এর বাস্তব নিদর্শন হলো আরবদের অবস্থা। তারা এই কালিমার ছায়াতলে একত্রিত হওয়ার পূর্বে এক অপরের চরম দুশমন ছিল, হত্যা লুণ্ঠন আর রাহজানির জন্য তারা গর্ববোধ করত, আর যখন তারা "لا إله إلا الله" এর ঝান্ডাতলে একত্রিত হল তখন গড়ে উঠল তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সীসা ঢালা প্রাচীর।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

"محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم"

অর্থাৎ ঃ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচরগণ হলেন কাফেরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহনুভূতিশীল। [৫৪]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا"

অর্থাৎ ঃ আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রুছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন, ফলে তার নেয়ামতে তোমরা পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বাধনে আবদ্ধ হয়েছ। [৫৫]

৩। এই কালিমার বন্ধনে একত্রিত হয়ে মুসলমানগণ লাভ করবে খেলাফতের দায়িত্ব আর নেতৃত্বদান করবে এই পৃথিবীর, আর তারা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মোকাবিলা করবে সকল ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন মতবাদের।

৫৪। আল্‌ফাত্‌হ - ২৯।

৫৫। আলে ইমরান - ১০৩।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وعـــد الـلـه الـذيـن أمـنـوا مـنـكـم وعـــمـلـوا الـصـــالـحـــات لـيـسـتـخـلـفـنـهـم فـى الأرض كـمـا اسـتـخـلـف الـذيـن مـن قـبـلـكـم ولـيـمـكـن لـهـم ديـنـهـم الـذى ارتـضـى لـهـم ولـيـبـدلـنـهـم مـن بـعـد خـوفـهـم أمـنـا يـعـبـدونـنـى لايـشـدركـون بـى شـيـئـا"

অর্থাৎ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যে দ্বীনকে তিনি পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তিদান করবেন। তারা এক মাত্র আমারই ইবাদাত করে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনা। [৫৬]

এখানে এই মহান সফলতা অর্জনের জন্য আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তাঁর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার শর্ত আরোপ করেছেন আর এটাই হল "لا إله إلا الله" এর দাবী এবং উহার অর্থ।

৪। যে ব্যক্তি "لا إله إلا الله" এর স্বীকৃতিদান করবে এবং উহার দাবী অনুযায়ী আমল করবে তার হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাবে এক অনাবিল প্রশান্তি। কেননা সে এক প্রতিপালকের ইবাদাত করে এবং তিনি কি চান এবং কিসে তিনি রাজি হবেন সে অনুপাতে কাজ করে

৫৬। আন্ নূর - ৪৫।

এবং যে কাজে তিঁনি নারাজ হবেন তাথেকে বিরত থাকে। আর যেব্যক্তি বহু দেবদেবীর পূজা করে তার হৃদয়ে এমন প্রশান্তি থাকিতে পরেনা; কারণ ঐ সমস্ত উপাস্যদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হবে ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেকে চাইবে তাকে ভিন্ন ভাবে পরিচালনা করার জন্য।

আল্লাহ বলেন ঃ

"ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار"

অর্থাৎ ঃ বলো তোমরা পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল না পরাক্রমশালী এক অল্লাহ ?!! [৫৭]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا"

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ এক দৃষ্টন্ত বর্ণনা করেছেন ঃ একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়েকজন মালিক রয়েছে আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন তাদের উভয়ের উদাহরণ কি সমান ? [৫৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন ঃ এখনে আল্লাহ একজন মুশরিক ও একজন একত্ববাদে বিশ্বাসি ব্যক্তির অবস্থা বুঝবার জন্য এই উদাহরন দিয়েছেন, একজন মুশরিকের অবস্থা হচ্ছে এমন একজন দাস বা চাকরের মত যার উপর কর্তৃত্ব রয়েছে একত্রে কয়েকজন মালিকের। আর ঐ সমস্ত মালিকরা হচ্ছে পরস্পর বিরোধী, তাদের সম্পর্ক হচ্ছে দা-কুমড়া সম্পর্ক একজন অপর জনের চির শত্রু।

৫৭। ইউসুফ - ৩৯।

৫৮। আয্ যুমার - ২৯।

আর আয়াতে বর্ণিত "متشاكس" (মোতাশাকেছ) এর অর্থ হল যে ব্যক্তির চরিত্র অত্যন্ত খারাপ।

অতএব মোশরেক যেহেতু বিভিন্ন উপাস্যের পূজা করে সেহেতু তার উপমা দেওয়া হয়েছে ঐ দাস বা চাকরের সাথে যার মালিক হচ্ছে একত্রে কয়েক জন ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকই তার খেদমত পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। এ মত অবস্থায় তার পক্ষে এসকল মালিকের সবার সন্তুষ্টি অর্জন করা অসম্ভব। আর যে ব্যক্তি শুধু মাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ চাকরের মত যে শুধু মাত্র একজন মালিকের অধীনস্ত এবং সে তার মালিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত আছে এবং তার মনোতুষ্টির পথ সে জানে।

আর এই চাকরের জন্য বহু মালিকের অত্যাচর ও নীপিড়নের ভয় থাকেনা, শুধু তাই নয় নিজের মনিবের প্রীতি ভালবাসা দয়া ও করুণা নিয়ে অত্যন্ত নিরাপদে তার নিকট বসবাস করে। এখন প্রশ্ন হল এই দুইজন চাকরের অবস্থা কি এক ?!!

৫। এই কালিমার অনুসারীরা দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও সুমহান মর্যদা লাভ করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

"حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أوتهوى به الريح فى مكان سحيق"

অর্থাৎ ঃ আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সাথে শরীক না করে, এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল।

অতঃপর মৃত ভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। [৬০]

এই আয়াতের অর্থ থেকে বুঝাগেল যে, তাওহীদ হচ্ছে সুমহান উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন এবং শিরক হচ্ছে নীচ হীন ও অধোগত।

শেখ ইবনূল কাইয়েম (রঃ) বলেন ঃ ঈমান এবং তাওহীদের সুমহান মর্যাদার কারণে উহার উদাহরন দেওয়া হয়েছে সুমহান আকাশের সাথে আর ঐ আকাশ হচ্ছে তার উর্ধ্বলোকে উঠার সীঁড়ি, এবং তাতেই সে অবতরণ করবে। আর ঈমান ও তাওহীদ পরিত্যাগকারীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আকাশ থেকে জমিনের অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়ার সাথে যার ফলে তার হৃদয় মন হয়ে আসবে সংকোচিত, আর সে অনুভব করবে আঘাতের পর আঘাত।

আর যে পাখি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে এবং উহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে ঐ পাখির উদাহরণ দিয়ে বোঝান হয়েছে এমন শয়তানদের যারা তার সহযোগি হবে এবং তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য অস্থির ও বিব্রত করতে থাকবে।

আর যে বাতাস তাকে দূরবর্তী সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করবে এর অর্থ হলো তার মনের কামনা বাসনা দাসত্ব যা তাকে নিজেকে আকাশ থেকে মাটির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে প্রলুব্দ করবে। [৬১]

৬০। আল হাজ্জ - ৩১।

৬১। দেখুন ইলামুল মোয়াককেরীন - ১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ

৬। তার জীবন সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা দান করবে এই কালিমা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আদিষ্টত হয়েছি মানুষের সাথে জিহাদ করার জন্য যে পর্যন্তনা তারা বলবে "لا إله الله" আর যখন তারা এই স্বীকৃতি দান করবে তখন আমার নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করবে। তবে তার কোন হক বা অধিকার লঙ্ঘিত হলে-তা আর নিরাপদ থাকবেনা।

এখানে তার অধিকার বলতে বুঝান হয়েছে তারা যখন এই কালিমার স্বীকৃতি এবং উহার দাবী অনুযায়ী কাজ করা থেকে নিজদেরকে বিরত রাখবে, অর্থাৎ তাওহীদের উপর অবিচল থাকবেনা, এবাদাতকে শিরক মুক্ত করবেনা ও ইসলামের প্রধান প্রধান কাজগুলো আদায় করবেনা তখন "لا إله إلا الله" এর স্বীকৃতি তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করবেনা বরং এজন্য তাদের জীবন নাশ করা হবে, এবং তাদের সম্পদ গণীমত হিসাবে মুসলমানদের জন্য নেওয়া হবে যে ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবারা করেছেন।

এছাড়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইবাদাত, মোয়ামিলাত, (লেন দেন) চরিত্র গঠন, আচার অনুষ্ঠান সবকিছুকেই প্রভাবিত করবে এই কালিমা। পরিশেষে আল্লাহর তাওফীক কামনা করি। আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর আহাল ও সাহাবায়েকেরামদের উপর।

معنى لاإله إلا الله

ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع

للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

ترجمه إلى البنغالية

محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد ، أبو سلمان

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة
ص ب : ٨٧٢٩٩ رمز البريد : ١١٦٤٢ ت : ٤٩١٨٠٥١ فاكس : ٤٩٧٠٥٦١

معنى لا إله إلا الله

ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع

للدكتور

صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

ترجمه إلى البنغالية

محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
هاتف: ٤٢٤٠٠٧٧ ناسوخ: ٤٢٥١٠٠٥ ص ب ٩٢٦٧٥ الرياض ١١٦٦٣ بريد إلكتروني E.mail : Sultanah22@hotmail.com